বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
(বিআরডিবি)

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচিতি

১.১ বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

১.৩ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিচালনা পর্ষদ

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

১.১ বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লীর জনগন ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর কার্যক্রম সারাদেশে ছড়িয়ে দেন। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৮২ সালে ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordinance, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২) এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২, রহিতক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয় ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষন নেতৃত্বে দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, BIDS এর ২০১০ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আইন ও বিধি, গৃহীত নীতি-কৌশল, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবন ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিআরডিবি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ''দ্বি-স্তর'' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, নেতৃত্বের বিকাশ, সক্ষমতা উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৯০ দশকের মাঝামাঝি বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন দল গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতায় সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা ১,৮৩,৬১৬টি এবং সদস্য অর্ন্তভূক্ত ৪৯.৬১ লক্ষ জন।

দরিদ্র জনগোষ্ঠির মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় সদস্যদের জুন ২০২২ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৩২.২০ কোটি টাকা, সঞ্চয় জমা ৬০৬.৮৭ কোটি টাকা, মোট মূলধন ৭৩৯.০৭ কোটি টাকা।

৮ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন, পল্লী জীবিকায়ন ম্যাপিং, পল্লী এলাকার উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ টেকসই ও সুষম উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিআরডিবিতে চাকুরিজীবী ও বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ২৩টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। যার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জুন ২০২২ পর্যন্ত ২,৫৯,৮৮২ জন কর্মচারী এবং ৭১,০১,০৫৯ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সত্তর দশক ও তৎপূর্বে জামানত ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ ছিলনা। তৎকালীন আইআরডিপি'তে জামানত ছাড়া তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তীতে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্র ঋণ' নামে পরিচিতি লাভ করে। শুরু হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত বিআরডিবি ৭১,৭১,৮১৩ জন সদস্যের মাঝে ২০৬৫৩.৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ ১৮৭৪০.৮৬ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৭%।

প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সুফলভোগীদের বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মূখ্য ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থায় বিপুল এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এ সকল সেচ এলাকায় বিভিন্ন রকমের ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে।

বিআরডিবি'র সুফলভোগিদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদক ও ভোক্তাদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কারুপল্লী, কারূগৃহ, পল্লীবাজার, উদকনিক সেলস্ সেন্টার নামে বিআরডিবি'র ৪টি প্রর্দশনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

স্থানীয় চাহিদার আলোকে পল্লীবাসির অংশগ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেবা সম্প্রসারণে বিআরডিবি 'লিংক মডেল' উদ্ভাবন করে। গ্রাম কমিটি হতে চাহিদা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতি গঠন মূলক বিভাগে যায়। ফলে সেবার দ্বৈততা বা বাদ পড়া এড়ানো সম্ভব হয় এবং জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এ সেবার আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণের অংশিদারিত্বে বিআরডিবি ২২,৭৬৭ টি ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন করে।

গ্রামীণ সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন, "লাইভলিহুড ভিলেজ" প্রতিষ্ঠা, পল্লী উন্নয়ন ডাটাবেজ প্রণয়ন, পল্লী এলাকায় তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, পল্লীক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ফসল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশ, পল্লী অর্থনীতির বহুমুখীকরণ ইত্যাদিসহ সুষম পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখিত উদ্যোগসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে রুপকল্প - ২০৪১ বাস্তবায়নে বিআরডিবি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ইতোমধ্যে ১ম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। এ পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যাবলি সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এ বিভাগের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী অন্যতম সংস্থা বিআরডিবি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ বিনির্মাণের রুপকল্প নির্ধারণ করেছেন। সে অনুযায়ী দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিআরডিবি'র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision): মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী ।

অভিলক্ষ্য (Mission): স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) সাথে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, যদি থাকেন, ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পদাধিকারবলে;

(ঘ) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশন এর সদস্য, পদাধিকারবলে;

(ঙ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, পদাধিকারবলে;

(চ) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, পদাধিকারবলে;

(ছ) মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, পদাধিকারবলে;

(জ) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে;

(ঝ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ট) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ঠ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ড) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশন এর চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;

(ঢ) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;

(ণ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পদাধিকারবলে, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।_

বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫১ তম সভা (ভার্চুয়াল)

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সম্বলিত দুইস্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সরেজমিন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলা দপ্তর।

সদর দপ্তর

অবস্থানঃ বিআরডিবি'র সদরদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

বিভাগসমূহঃ সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ।

জনবলঃ প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এছাড়াও যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন।

অন্যান্যঃ সদরদপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলা দপ্তর

অবস্থানঃ দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা।

জনবলঃজেলাদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০ টি জেলায়), একজন হিসাব রক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রমঃ জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলা দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদরদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা।

উপজেলা দপ্তর

অবস্থানঃ দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৪ টি।

জনবলঃ উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্নপ্রকল্প/কর্মসূচির কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রমঃ উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্নপ্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতীগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকারও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয় সাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

২.১ মহাপরিচালক দপ্তর

২.২ প্রশাসন বিভাগ

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

২.৪ সরেজমিন বিভাগ

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

২.৭ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.১ মহাপরিচালক দপ্তর

বিআরডিবি'র সদরদপ্তর পল্লী ভবনের দ্বিতীয় তলায় মহাপরিচালক দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, একজন একান্ত সহকারী, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও তিনজন অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালক মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা মহাপরিচালক মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা অনুসারে একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বর্হিমুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আত্মযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে:

- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবানে মহাপরিচালক মহোদয়কে সহায়তা, কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়;
- সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজ লেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ।

২.২ প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো বিআরডিবি'র সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকুরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের আওতায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুইটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। প্রশাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ-

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরিকালীন তথ্য সংগ্রহ;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;

- অফিস শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয় বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকরণ;
- কর্মকর্তাদের জন্যে যানবাহন বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ।

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

চাকুরী স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি প্রদান

ক্রম	পদের নাম	স্থায়ীকরণ	পদোন্নতি
১	যুগ্মপরিচালক	-	০৩
২	উপপরিচালক	-	১৮
৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	-	১৪
৪	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	২	৪১
৫	লাইব্রেরিয়ান	-	১
৬	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩	৪০
৭	হিসাব রক্ষক	৫	-
৮	হিসাব সহকারী	১	-
৯	অফিস সহকারী/ইউডিএ	-	০৬
১০	গ্রাম সংগঠক	১	-
	মোট	১২	১২৩

পেনশন কার্যক্রম

ক্রম	পদবী	পিআরএল এর আদেশ জারী	পেনশন নিষ্পত্তি
১	যুগ্মপরিচালক	০১	২
২	উপপরিচালক	০৫	৩
৩	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	২৫	২৩
৪	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	২১	২৬
৫	ম্যানেজার	০১	-
৬	উচ্চমান সহকারী/অফিস সহকারী	-	৫
৭	মাঠ সংগঠক	১৬	৮
৮	অফিস সহায়ক/সহকারীবাবুর্চি / কেয়ারটেকার	৯	৮
৯	ড্রাইভার	২	-
মোট		৮০	৭৫

শৃঙ্খলা কার্যক্রম

ক্রঃ নং	মামলার ধরণ	২০২১-২০২২ সনের মামলা দায়ের সংখ্যা	২০২১-২০২২সনের মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	জুন, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা
১	আদালতে মামলা	০১	১৯	১১৭
২	বিভাগীয় মামলা	১৫	১৪	৯
	মোট	১৬	৩৩	১২৬

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব ও (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন নিরীক্ষা শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিনজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। এ বিভাগের ~~উল্লেখযোগ্য~~ কার্যক্রম নিম্নরূপ-

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়;
- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবী, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংক্রান্ত দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি);

২০২১-২২অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২১-২২অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ, তহবিল প্রাপ্তি ও অর্থ ছাড়/অবমুক্তি

ক্রম	প্রধান প্রধান খাতসমূহ	২০২১-২২ অর্থবছর		২০২২-২৩অর্থবছরে সম্ভাব্য বাজেট
		বাজেট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	অর্থছাড়/অবমুক্তি	
	৩৬৩১ আবর্তক অনুদান			
১	৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা	১২২২৫০০	১২২২৫০০	১২৭১৪০০
২	৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৮৩৩৮০০	৮৩৩৮০০	৮৭৫২০০
৩	৩৬৩১১০৩- পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২৮৪৭০০	২৮৪৭০০	৩৩২১০০
৪	৩৬৩১১০৪-পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৫০২০০০	৫০২০০০	৪৬০০০০
৫	৩৬৩১১০৮-গবেষণা অনুদান	২৫০০	২৫০০	২৫০০
৬	৩৬৩১১০৭- অন্যান্য অনুদান	০০	০০	৪০০০০
৭	৩৬৩১১৯৯ অন্যান্য অনুদান	৭০০০	৭০০০	১৩০০০
	উপমোট আবর্তক অনুদান	২৮৫২৫০০	২৮৫২৫০০	২৯৯৪২০০
	৩৬৩২-মুলধন অনুদান			
১	৩৬৩২১০২- যন্ত্রপাতি অনুদান	৩৫০০	৩৫০০	৩৫০০
২	৩৬৩২১০৩- যানবাহন বাবদ সহায়তা	-	-	
৩	৩৬৩১১০৫-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১৮০০০	১৮০০০	১৮৮০০
৪	৩৬৩২১০৬- অন্যান্য মুলধন অনুদান	১০০০০	১০০০০	১০০০০
	উপমোট মূলধন অনুদান	৩১৫০০	৩১৫০০	৩২৩০০
	মোট	২৮৮৪০০০	২৮৮৪০০০	৩০২৬৫০০

২০২১-২২ অর্থবছরে অবসরজনিত ভাতাদি প্রদান

ক্রম	বিবরণ	২০২১-২২বছরে পরিশোধ	
		জন	টাকা
১.	পিআরএল ভাতা প্রদান	১৯০ জন	৫৬৫.৮৩
২.	অবসরজনিত ছুটিনগদায়ন ভাতা প্রদান	১৮৯ জন	৫১৪.৩০
৩.	অবসর জনিত পরিবার কল্যাণ তহবিলের অর্থ প্রদান	০৫ জন	২৫.০০
৪.	অবসরজনিত আনুতোষিক ভাতা প্রদান	১০৪ জন	৩০১৪.৯৬
৫	অবসর জনিত জিপিএফ অর্থ প্রদান	৭৬ জন	৬৫৯.৩৫
৬.	অবসর জনিত পরিবার নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ প্রদান	৪৯ জন	২০.৮৪
৭.	**গোষ্ঠী বীমা প্রদান**	**০৪ জন**	**২০.০১**

২০২১-২২ অর্থবছরে নিরীক্ষা কার্যক্রম

ক্রম	নিরীক্ষার ধরণ	২০২১-২২বছরে আপত্তির সংখ্যা	২০২১-২২ বছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা	জুন, ২০২২ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২০৪৭	৩৩	২০১৪
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	৯১	১৬	৭৫
	মোট	২১৩৮	৪৯	২০৮৯

২.৪ সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করেথাকে। এছাড়া বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের আওতায় নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম **৩টি অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলোঃ** (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা, সেচ ও পরিদর্শন শাখাসহ **মোট ৫টি শাখা।** সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে যথাক্রমে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) সরেজমিন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩জন যুগ্মপরিচালক এবং ৬টি শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৬ জন উপপরিচালক। এছাড়া মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগে দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। সরেজমিন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তরসমবায় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতনভাতা, স্যালারী সার্পোট ও গ্রাচুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- **পল্লী উন্নয়ন** পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও **উপজেলা দপ্তরের** সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা;
- অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংযোগ সৃষ্টি;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক, বিআরডিবি, জেলা ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮ টি গুদামঘরের সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএর বিনিয়োগ কার্যক্রম তদারকি;
- বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- উপজেলাসমূহে নির্মিত জোড়াবাড়ির কার্যক্রম তদারকি;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পটি তদারকি করে;
- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও সংরক্ষণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ।

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের আওতায় তত্ত্বাবধানে রাজস্ব বাজেটভূক্ত ১০০টি এবং রাজস্ব বাজেট বর্হিভূত ৩০টি সর্বমোট ১৩০টি উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- সমবায় সমিতি গঠন, সদস্য ভর্তি, পুঁজি গঠন, ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নেতৃত্ব বিকাশ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গঠন এবং আধুনিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উপজেলা ভিত্তিক বিভিন্ন সরকারী/ বেসরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা সচেতনতা ও সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ।
- মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের আয়বর্ধন কর্মকান্ডের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান।

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) পরিকল্পনা অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক।

শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। পরিকল্পনা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান;
- বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবি'র কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিতরণ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে প্রশ্ন উত্তর পর্বের জবাব প্রদান;
- সরকারের সাফল্যের বিআরডিবি অংশের তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙিখত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- এমআইএস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ শাখাসহসংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সরবরাহ করা;
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানব সম্পদ);

- National Web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা;
- বিআরডিবি'র কম্পিউটার ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা;
- APA, NIS, Citizen charter সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন প্রেরণ।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বাস্তবায়নে সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা

২০২১-২২ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের এলাকা
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)	১ এপ্রিল, ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০২২	১৩১৪৭.৫৮	রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫ টি উপজেলা
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২২	২৩৬৩৩.৪৭	৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন।
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩	৫০৯৪.০০	গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলা
৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	১ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	২০৬৩৫.০৫	৬৪জেলার২৫৬টিউপজেলা।
৫	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প - ইরেসপো (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬	৩৪৬৫৫.০০	খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫ টি জেলার ৫৯ টি উপজেলা
৬	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬)	৯২৮৮৮.২৯	৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা
৭	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (পউসবি'রএডিপি- বিআরডিবি'র অংশ)	১ জানুযারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	৮০০৪.৭৫	২০ জেলার ৪৬ টি উপজেলার ২,৮৫০ টি গ্রাম।

২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি'তে প্রস্তাবিত ৫টি অননুমোদিত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৫)	১৩৩৫৩.৫৬
২	পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী (হস্ত/কারুশিল্প) পাইলটিং ও সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৪)	২৮৬৭.৪৩
৩	বিআরডিটিআই শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই২০২২- জুন ২০২৫)	৭৩১২.৭১
৪	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, টাংগাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প।(জুলাই ২০২২- ডিসেম্বর ২০২৫)	১৪৯৬৬.৯৪
৫	আমার গ্রাম-আমার শহরঃ মানবসম্পদ ও জীবিকা উন্নয়ন পাইলটিং ও সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই২০২২- জুন ২০২৪)	২৪৯৬.০০

নির্মাণ শাখার ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রম

ক্রম	রাজস্ব/প্রকল্প/কর্মসূচি	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির হার
১	রাজস্ব	বিআরডিবি সদরদপ্তরসহ বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ৩২টি প্যাকেজের আওতায় মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	৮৩৪.৯৫	৬০%
২		পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ কাজ।	২০৭.৪৬	৮০%
৩		গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ কাজ।	৩৮১.৬৯	৭৫%
৪	উদকনিক	উদকনিক প্রকল্পের অধীনে ১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ।	৯৭৫.৪৫	৬০%

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ যুগোপযোগী মানব সম্পদ তৈরির জন্য বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকতা মনোনয়ন ও এ সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়।

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। পরিচালককে সহায়তা করার জন্য ১জন উপপরিচালক, ২জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

২.৭ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.৭.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে চলেছে। স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়।

স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে বিআরডিবি'র অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)'।

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট জেলা সদর হতে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর জমির উপর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিআরডিটিআই অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের পাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), বিসিক শিল্পনগরী, মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম টি এস্টেট, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ্ পরান (রাঃ) মাজার শরীফ।

একাডেমিক ভবন

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর নিচতলায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৩৫টি অফিস ও অনুষদ সভাকক্ষ অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৪টি শ্রেণিকক্ষ, যার প্রতিটির সঙ্গে একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ আছে। এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণাগার এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ রয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় রয়েছে। বিআরডিটিআই একাডেমিক ভবন একসঙ্গে পাঁচটি ব্যাচে ২৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানে সক্ষম।

প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিআরডিটিআই'র অন্যান্য সুবিধা

প্রায় ১০ হাজার পাঠ্যসামগ্রী সম্বলিত বিআরডিটিআই লাইব্রেরি এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব একাডেমিক ভবনের দোতলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি হোস্টেলে ১৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। দ্বি-তলবিশিষ্ট মডার্ন ক্যাফেটারিয়ার দুটি হলে একসঙ্গে ৩৫০ জনকে খাবার পরিবেশন করা যায়। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণসমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। জুলাই, ২০০৭ সনে ৬০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম বিআরডিটিআই-কে আরও সমৃদ্ধ করেছে। অডিটরিয়ামের সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে সার্বক্ষণিক জেনারেটর, আধুনিক শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসলমান একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবনগুলোও ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই'র জনবল কাঠামো

রাজস্ব খাতে বিআরডিটিআই'র মোট জনবল ৪১জন। এদের মধ্যে পরিচালক, ২ জন যুগ্মপরিচালক, ৮ জন অনুদেষ্টা/উপপরিচালক, লাইব্রেরিয়ান, আর্টিস্ট, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জুনিয়র অফিসার (হিসাব)-সহ মোট অনুষদ সদস্য ১৫ জন। অবশিষ্ট ২৬ জন কর্মচারী রুটিন দাপ্তরিক কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকেন। শ্রেণিকক্ষ, হোস্টেল, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটোরিয়াম, নিরাপত্তা রক্ষা, বাগান ও ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতার মত নিয়মিত কাজের জন্য রাজস্ব খাতে কোন সহায়ক কর্মচারীর পদ না থাকায় নিজস্ব আয় হতে মাস্টাররোল ও সাকুল্য বেতনে অনিয়মিত কর্মচারী দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

২.৭.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি) ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সনে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জমির উপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সনে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সন থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ হতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর আওতাভূক্ত করা হয়। বিআরডিবি'র ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে জুলাই ২০০৫ থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নিজস্ব আয় দ্বারা পদাবিকের নিয়ন্ত্রাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এনআরডিটিসি প্রতিষ্ঠাকলীন থেকেই গ্রামের দরিদ্র জনগণকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে চলছে। এছাড়াও বুক কিপিং, টিওটি, নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, রিফ্রেসার্স কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসন বিশিষ্ট ২টি শ্রেণিকক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসনবিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

২.৭.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অর্ন্তভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হলোঃ দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) বিআরডিবিভূক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষর্ণার্থীর সংখ্যা	
			২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	বিষয় ভিত্তিক আইসিটি ও সঞ্জিবণী	১০৬০	৯৮৫১২

খ) বিআরডিবি বহির্ভূত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (২০২১-২২)
১	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র, ঢাকা	বিষয় ভিত্তিক	২১ জন

গ) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষর্ণার্থীদের সংখ্যা (২০২১-২২)
১	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ	২৭৬০ জন
২	ই-নথি প্রশিক্ষণ	১৮৫ জন
৩	সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিটিজেন চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮৫ জন
৪	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮৫ জন

৫	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮৫ জন
৬	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত ১০-১৬ গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০জন
৭	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩০জন
৮	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩০জন
৯	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ও এপিএমএস সফটওয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭৭জন
১০	Microfinance Information Data base Management System (MFI-DBMS)শীর্ষক জাতীয় ডাটাবেজে বিআরডিবি'র ক্ষুদ্র ঋণের তথ্য সঠিকভাবে ইনপুট করার বিষয়ে অহহিতকরণ প্রশিক্ষণ	৪৫জন
১১	বিআরডিবিতে কর্মরত উপপরিচালক ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সমবায় আইন ও নীতিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪০জন
	মোট	৪৪৪২জন

ঘ) বিআরডিবি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষর্ণার্থীর সংখ্যা(২০২১-২২)
১	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	২৪৩৬০ জন
২	সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন	২৯,৬৪০ জন
৩	ভাসানচরে স্থানান্তরিত মায়ানমার নাগরিকদের প্রশিক্ষণ	১০০০ জন

তৃতীয় অধ্যায়

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিআরডিবি'র অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের অর্জন

৩.১ **একনজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি**

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

৩.৪ ঋণ সহায়তা প্রদান

৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন

৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

৩.১০ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

৩.১১ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি

৩.১ এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূলতঃ মাঠকেন্দ্রীক। মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি সমবায় সমিতি/ পল্লী উন্নয়ন দল গঠন, সদস্য অন্তর্ভূক্তি, সঞ্চয় জমা, শেয়ার আদায়, ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, জেলা দপ্তর, উপজেলাদপ্তর ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সুফলভোগীদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও সম্পদ বিতরণ করা হয়। একই সাথে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জুন/২০২২ পর্যন্ত অর্জন নিম্নরূপ-

বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কর্মকান্ড	২০২১-২২ অর্জন	জুন/২২ পর্যন্ত
১	বিআরডিবিভুক্ত উপজেলার সংখ্যা		৪৯৪ টি
২	সাংগঠনিক কার্যক্রম		
	ক) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন (ইউসিসিএ)		৪৮৭টি
	খ) উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন(ইউবিসিসিএ)		১৯০টি
	গ) সমবায় সমিতি	১৭৯টি	৯৫৩৩০টি
	ঘ) পল্লী উন্নয়ন সমিতি	৫,৮৩৪টি	৮৮,২৮৬টি
	মোট (গ+ ঘ)	৬,০১৩টি	১,৮৩,৬১৬টি
২	সদস্য/সুবিধাভোগী		
	ক) সমবায় সমিতি	২৪,৬৭৪জন	৩২,৩৫,২৪৫জন
	খ)পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১,১১,৯৭৫জন	১৭,২৫,৭৯০জন
	মোট (ক+খ)	১,৩৬,৬৪৯জন	৪৯,৬১,০৩৫ জন
৩	মূলধন সৃষ্টি		
	ক) শেয়ার	৭.৫৪ কোটি টাকা	১৩২.২৪ কোটি টাকা
	খ) সঞ্চয়	১১৯.৬১ কোটি টাকা	৬০৬.৮৭ কোটি টাকা
	মোট (ক+খ)	১২৭.১৫ কোটি টাকা	৭৩৯.১১ কোটি টাকা
৪	প্রশিক্ষণ		
	ক) সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ	২৩৮৭৭০	৭১,৯৪,৪২৯
	খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	৩২,২৫১	২,৬০,৬১০
৫	ঋণ তহবিল		
	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি		১৩৮০.৫৯ কোটি টাকা
	প্রবৃদ্ধি		২৫৯.৪২ কোটি টাকা
	মোট		১৬৪০.০১ কোটি টাকা
৬	ঋণ কার্যক্রম		
	ঋণ বিতরণ	১৫৪৭.১৫ কোটি টাকা	২০৬৬০.০৫কোটি টাকা
	ঋণ আদায়	১৩০৮.৬৩ কোটি টাকা	১৮২০৮.৭৬কোটি টাকা
	ঋণ গ্রহণকারী সুফলভোগী	**৩,৬৯,৩৩৭ জন**	**৭০,৬৩,৫৯২ জন**
	মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ খেলাপী		**৫০৮.০০ কোটি টাকা**
৭	সেচযন্ত্র বিতরণ		
	ক) গভীর নলকূপ		১৮,৩৫০
	খ) অগভীর নলকুপ		৪৪,৫২৩
	গ) শক্তিচালিত পাম্প		১৯,৪০৫
	ঘ) হস্তচালিত নলকুপ		২,৭৩,০০০
	মোট		৩,৫৫,২৮৮
	ঙ) সেচযন্ত্র মেরামত/ সচলকরণ		৩৩৪ টি
৮	সম্পদ/উপকরণ বিতরণ		
	ক) অপ্রধান শস্য - বীজ ও চারা বিতরণ		
	• উপকারভোগীর সংখ্যা-		৪৫,৯৯৬ জন

	• মূল্য		১৬০.০০ লক্ষ টাকা
	খ) সেলাই মেশিন		১,২৮০টি
	গ) কিট বক্স (বিপি মেশিন, নেবুলাইজার, ব্লাড সুগার ইন্ডিকেটর, ফাস্ট এইড বক্স)		৪০ সেট
	ঘ) মোবাইল ফোনমেরামত টুলস		৮০ সেট
৯	ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ (ভিডিসি স্কীম) ক্রমপুঞ্জিত		২২,৭৬৭ টি
১০	সম্প্রসারণ কার্যক্রম		
	ক) গাছের চারা বিতরণ	১১.০০ লক্ষ টি	২৬৪১.১১ লক্ষ টি
	খ) স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা ,	০.১৪ লক্ষ টি	২৫.৩৮লক্ষ টি
	গ) উন্নত চুল্লী ব্যবহার	০.০২ লক্ষ টি	৫.৩৭লক্ষ টি
	ঘ) গৃহপালিত পশু-পাখির প্রতিষেধকটীকা	১৭.৭৮ লক্ষ টি	৩২৫৩.৯৫লক্ষটি
	ঙ) মৎস্য চাষ (মাছের পোনা অবমুক্তকরণ)	৫.৭১ লক্ষ টি	৫৩১৬.৮৭লক্ষ টি
	চ) নারিকেল চারা বিতরণ	১.৪৪ লক্ষ টি	২০.০০লক্ষ টি

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি

সূচানালগ্ন থেকে বিআরডিবি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণনেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাট ফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। পরবর্তীতে একদিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেবাদান শুরু এবংঅন্যদিকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিপুল বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের বাইরে থাকায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দল (সমবায় নিবন্ধন ছাড়া) গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বিআরডিবির কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন/ ২০২২ পর্যন্ত মানব সংগঠন ১.৮৪ লক্ষ টি এবং সদস্য সংখ্যা ৪৯.৬১ লক্ষ জন বিদ্যমান রয়েছে।

শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যমান মানব সংগঠন

কার্যক্রমেরধরন	২০২১-২২অর্থবছরে									জুন/২০২২স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন দল			সর্বমোট সমিতি/দল			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন দল			সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি	১০৬	৭৩	**১৭৯**	১৭৭৩	৪০৬১	**৫৮৩৪**	১৮৭৯	৪১৩৪	**৬০১৩**	৬৪৩২৯	৩১০০১	**৯৫৩৩০**	৩৬৭৭২	৫১৫১৪	**৮৮২৮৬**	১০১১০১	৮২৫১৫	**১৮৩৬১৬**
সদস্য	১৫১৪০	১২৬৬০	**২৭৮০০**	৪৪২৭৪	৮৭৮৮৪	**১৩২১৫৮**	৫৯৪১৪	১০০৫৪৪	**১৫৯৯৫৮**	২১৬২৩৬৮	১০৭২৮৭৭	**৩২৩৫২৪৫**	৬৭৭২৮২	১০৪৮৫০৮	**১৭২৫৭৯০**	২৮৩৯৬৫০	২১২১৩৮৫	**৪৯৬১০৩৫**

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

বিআরডিবি সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায়সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উভয় সমিতি/দলের সদস্যদের নিয়মিত পুঁজি গঠনের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করে। শুরু থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৩২.২৪কোটি টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৬০৬.৮৭কোটি টাকা।

শুরু হতে জুন/ ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যমান মূলধন

পুঁজি গঠন কার্যক্রমের ধরন	২০২১-২২অর্থবছরে							জুন/২০২২স্থিতি						
	সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়নদল		সর্বমোট সমিতি/দল			সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়নদল		সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	৩১৫.৪৩	৩৫৮.৫৪	০.০০	০.০০	৩১৫.৪৩	৩৫৮.৫৪	**৭৩৩.৯৭**	৮৭১৪.৬৪	৪৫০৯.৫৫	০০	০০	৮৭১৪.৬৪	৪৫০৯.৫৫	**১৩২২৪.১৯**
সঞ্চয় জমা	১৫৭.৮৩	৪৭৮৩.৩২	২১৪৯.৭৩	**৪০৭০.১৭**	৩১০৭.৫৬	**৮৮৫৩.৪৯**	**১১৯৬১.০৫**	১৬৪২১.৯৯	৯০১৪.৪৯	**১০৬৮৩.৫৬**	**২৪৫৬৬.৭১**	**২৭১০৫.৮৮**	**৩৩৫৮১.২০**	**৬০৬৮৬.৭৮**

৩.৪ ঋণ সহায়তা প্রদান

পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, বিত্তহীন, হতদরিদ্র অবহেলিত এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে ঋণ একটি চালিকা শক্তি। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে জামানত বিহীন তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তীতে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা চালু করে। কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে এবং সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণের সিংহভাগ বিতরণ করে বিআরডিবি। শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ২০৬৬০.০৫ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১৮২০৮.৭৬ কোটি টাকা।

৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করে। গ্রামবাংলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করছে। বিআরডিবি সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সমবায় ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতি/দলের সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি

বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবির/প্রকল্পসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

২০২১-২২অর্থবছরে বিআরডিবি মোট ৩২,২৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ২৩৮৭৭০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এছাড়া বিআরডিবির আওতায় উপকারভোগী প্রশিক্ষণের সংখ্যা প্রায় ৭১.৯৪লক্ষ।

সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম

শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিআরডিবির মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারি						উপকারভোগী							
অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত			অর্থবছরে				ক্রমপুঞ্জিত			
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধণমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধণমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট
৩২২৫১	-	৩২২৫১	২৫৯৮৮২	৭২৮	২৬০৬১০	৫৭৮৬৬	৬৮১৩৯	১১২৭৬৫	২৩৮৭৭০	১৭৬৯৯৬১	১৭৮৯৬৩৭	৩৬৩৪৮৩১	৭১৯৪৪২৯

৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা

পল্লী উন্নয়নে 'কুমিল্লা মডেল' এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে সেচ কার্যক্রম অন্যতম। বিআরডিবির সূচনালগ্ন থেকেই অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবির যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক বিআরডিবির যৌথ চুক্তির মাধ্যমের সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএ গুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্রখাতে মেয়াদী ঋণ বিনিয়োগ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহের আওতায় বিআরডিবি সেচযন্ত্র ঋণের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের সেচযন্ত্র বিতরণ করে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়।

বিংশশতাব্দীরশেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়।এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবির সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩,৫৫,২৮৮ টি সেচযন্ত্রবিতরণকরে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০ টিসহ। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৯৪৭.০১ কোটি টাকা।

বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্র সমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্য বিআরডিবি ২০১৩ সালে 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ৩৩৪টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারেভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মাননিশ্চিত করা, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লী বাজার এবং উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র নামে ৪টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি কারুপল্লীঃ

'কারুপল্লী' দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম।প্রকৃতপক্ষে এটি গ্রামের অসহায় ও বিত্তহীন সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। কারুপল্লীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণে মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bdএই-কর্মাস সাইটের মাধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তউপকারভোগীদেরউৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, কৃষি-অকৃষি পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলায় প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটিপ্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়।এছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমেবিক্রয় করা হয়।এপ্রকল্পের প্রধান পণ্যসমূহ হলো- নকশি কাঁথা, নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশানের পোশাক প্রভৃতি।সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শণী ও বিপণন সুবিধা প্রদানসহ প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি'র কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে রংপুরে ১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট একটি ৬তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন

বিআরডিবির গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম)উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএমএ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (তিন) ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

স্কিমের মোট ব্যয়ের ৮০% (অনধিক ৮০,০০০) টাকা প্রকল্প থেকে, ১৫% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের

মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি- এর আওতায় এ ধরনের ২২,৭৬৭টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পিআরডিপি ৩ প্রকল্পের অর্থায়নে কুমিল্লায় ক্ষুদ্র অবকাঠামো (রাস্তা) নির্মাণ

পিআরডিপি ৩ প্রকল্পের অর্থায়নে জামালপুর সদর উপজেলায় নলকূপ স্থাপন

৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডপরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় নার্সারি পল্লীতে কর্মরত সিংজনী দলের সদস্যগণ

৩.১০ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

পল্লী উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। যার মধ্যে বিআরডিবি সরকারের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায়অনানুষ্ঠানিক নারী সংগঠন গড়ে তোলা,প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, পুঁজি গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারী ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি ও সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করে আসছে। এ লক্ষ্যে বিআরডিবি নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্লাগশীপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়নকর্মসূচি চালু করে। বাংলার সুবিধা বঞ্চিত, অসহায় ,দুঃস্থ, বিধবা, এতিম, দারিদ্র্য, বিত্তহীন নারীদের দলভূক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ, পুজিঁগঠনে সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। আজ তারা কর্মমুখী আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবির মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলায় নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্যশিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্যপরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল, সঠিক সময়ে সন্তান নেয়া সহ সকল বিষয়ে তারা সচেতন। বিআরডিবি জুন/২০২২ পর্যন্ত মহিলা সংগঠন ৮২৫১৫টি, সদস্য ২১.২১ লক্ষ জন, শেয়ার জমা ৪৫০৯.৫৫ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ৩৩৫৮১.২৮ লক্ষ টাকা, প্রশিক্ষণ ৩৮,১০,৭৫৭ জন এবং ঋণ সহায়তা প্রদান ১২৩৯৬.৭১ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সাল থেকে নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমন্বিত মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। পরবর্তীতে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিআরডিবি'র আওতাধীন অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতেও নারীদের অগ্রধিকার দেওয়া হচ্ছে।

বিআরডিবি গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্পদের অধিকার অর্জন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুনগতমান উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন- শাকসব্জি চাষ, ফুলফলের চাষ, কাপর সেলাই, দর্জি বিদ্যা, নকঁশা,

বাটিক, বুটিক,অ্যাম্ব্রয়ডারি, নকশি কাঁথা, বাশঁ ও বেতের কাজ, পশুপাখি পালন, মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প, চিড়ামুড়ি ভাজা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, কম্পিউটার চালনা ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে।

বিআরডিবি'র গ্রামীণ নারীদের সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে অর্ন্তভূক্ত করে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণে বিআরডিবি মূখ্য ভুমিকা পালন করছে। বিআরডিবিভূক্ত নারী নেত্রীগণ স্থানীয় সরকারের অধিকাংশ পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিআরডিবি'র এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা কর্মমুখী, আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩.১১ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি

(ক) ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকায় বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম এর মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে উপজেলা, জেলা, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করা হচ্ছে। বর্তমানে এ জুম অ্যাপ ব্যবহারের লক্ষ্যে ৫০০ জন অংশগ্রহণকারী সমন্বিত লাইসেন্স আইডি ব্যবহার করা হয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

(খ) দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়নে আপডেট করা হচ্ছে বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি বিআরডিটিআই জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। এ তথ্য বাস্তবায়নের সেবাবক্স যাবতীয় বিষয়াদি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।

বিআরডিবি দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

(গ) পার্সোনাল ডাটাশীট (পিডিএস)

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। এর মাধ্যমে প্রশাসন বিভাগ সহজে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মানবসম্পদ কার্য সম্পাদন করতে পারছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২৪২৪ (দুই হাজারচারশত চব্বিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পিডিএস এর আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে PDS কে Dynamic করার জন্য কারিগরী উন্নয়ন কাযক্রম চলমান রয়েছে।

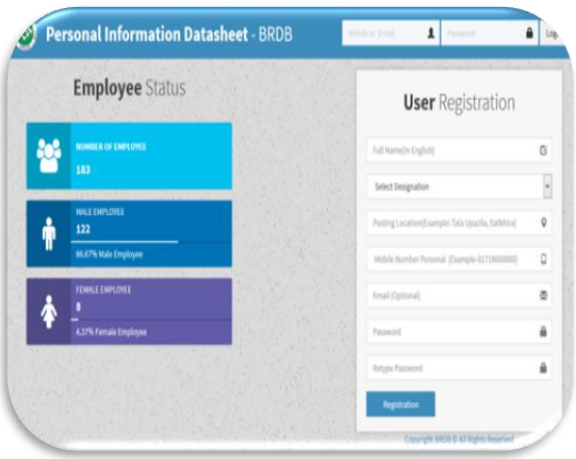

বিআরডিবি পার্সোনাল ডাটা সীট (পিডিএস)

(ঘ) ই-নথি

সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর শাখায় ই-নথি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে জেলা দপ্তরসমূহ ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করেছে। দাপ্তরিক কাজে ই-নথি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে দিক নির্দেশনা পত্র দেয়া হচ্ছে। উপজেলা দপ্তরেও ই-নথি চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

(ঙ) দাপ্তরিক ওয়েবমেইল

বিআরডিবি সদরদপ্তর সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৭৫০ টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

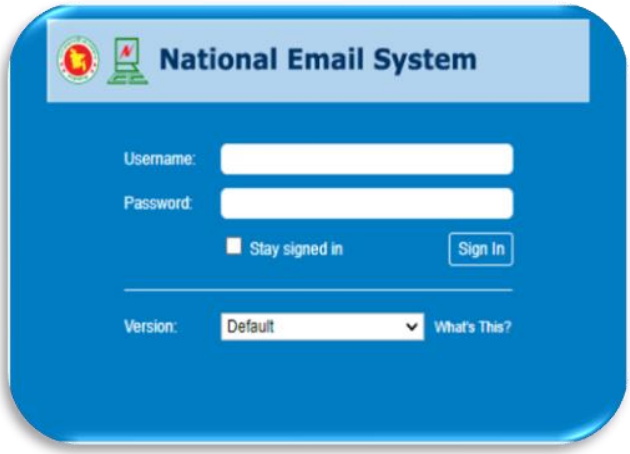

বিআরডিবি ওয়েবমেইল

(চ) ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম সিস্টেম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক "ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম সিস্টেম" নামে একটি সেন্ট্রাল সফটওয়্যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।তাদের চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার ডকুমেন্ট সরবরাহসহ সঠিক সহযোগিতা করা হচ্ছে।

(ছ) সুবিধাভোগী ডাটাবেজ সিস্টেম

বিআরডিবি'র সুবিধাভোগী ডাটাবেজ উন্নয়নপূর্বক ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) জন সুবিধাভোগী ডাটাবেজের আওতায় এসেছে।

জ) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)

এমআইএস সফটওয়্যার উন্নয়ন করে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিআরডিবি এমআইএস সফটওয়্যার

(ঝ) ই-বুলেটিন প্রকাশ

সদরদপ্তরের জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন ওয়েবসাইটে ই-বুলেটিন হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, কার্যক্রমভিত্তিক সংবাদ, কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য ও স্বীকৃতি, সুবিধাভোগীদের সাফল্য কথা এবং পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণাপত্র/লেখাসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে ।

বিআরডিবি ই-বুলেটিন

(ঞ) কর্পোরেট মোবাইল সিম

বিআরডিবি'র সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২৫০০ কর্পোরেট মোবাইল সিম সরবরাহ করা হয়েছে।প্রোগ্রামিং শাখার মাধ্যমে কারিগরী দিক এবং প্রশাসন শাখার মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ।

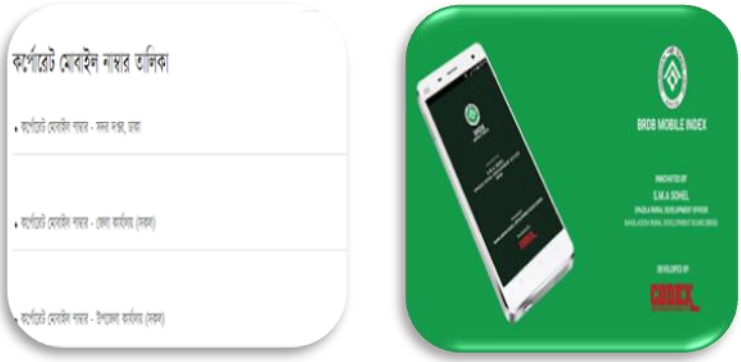

কর্পোরেট মোবাইল সিম

(ট) ডিজিটাল সেবা

ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি সদর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য "কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত চাহিদা ফরম" নামে একটি ডিজিটাল সেবা তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সদর দপ্তরের যে কোন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামতের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা যাবে।

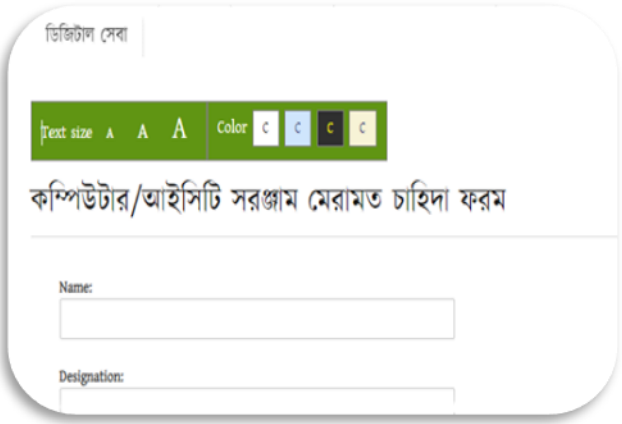

ডিজিটাল সেবা

(ঠ) ই-জিপি

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর নির্মাণ শাখার মাধ্যমে ই-জিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(ড) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস

বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখা এ দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রাখা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বদা নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনাকাঙ্খিত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

(ঢ) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)

বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখার চাহিদা মোতাবেক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারন কাজ চলমান রয়েছে।

(ণ) সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

বিআরডিবি সদর দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে এবং বিআরডিবি'র সকল জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল পেজ খোলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে নির্দেশনাসমূহ এই মাধ্যমে আপলোড করা হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৪.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (উদকনিক)

৪.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)

৪.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

৪.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণকর্মসূচি

৪.৫ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

৪.৬ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বার্ষিক কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প

৪.৭ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) বিআরডিবি'র অংশ।

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (কোটি টাকা)

বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বরাদ্দ	আর্থিক বছরের অগ্রগতি			ব্যয়ের % হার		শুরু হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত		
				বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির	অবমুক্ত	ব্যয়	%হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	১ এপ্রিল, ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০২২	১৩১.৪৮	১১.৫২	১১.৫২	৯.১৩	৭৯%	৭৯%	১৪১.৮৪	১২৫.০৮	৮৮%
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২২	২৩৬.৩৪	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৭.৯৬	১০০%	১০০%	১৮৫.৮৮	১৮২.৮০	৯৮%
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩	৫০.৯৪	১১.৭৯	১১.৭৯	১১.৭৯	১০০%	১০০%	৪২.৯৩	৪১.৭২	৯৭%
৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণক র্মসূচি	১ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	২০৬.৩৫	৬৯.৫৬	৬৯.৫৬	৬৯.৩১	১০০%	১০০%	১৪২.৩৩	১৩৮.৬১	৯৭%
৫	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	১ জুলাই/২০২১ হতে ৩০ জুন/২০২৬	৯২৮.৮৮	*২৮৪.৫৬*	২৮৪.৫৬	২৭৮.৭১	৯৮%	৯৮%	২৮৪.৫৬	২৭৮.৭১	৯৮%
৬	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য়পর্যায়	১ জুলাই/২০২১ হতে ৩০ জুন/২০২৬	৯২৮.৮৮	*২৮৪.৫৬*	২৮৪.৫৬	২৭৮.৭১	৯৮%	৯৮%	২৮৪.৫৬	২৭৮.৭১	৯৮%

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প (বিআরডিবি অংশ)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বরাদ্দ	আর্থিক বছরের অগ্রগতি			ব্যয়ের % হার		শুরু হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত		
				বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির	অবমুক্ত	ব্যয়	%হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	১ জানুযারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	৮০.০৪	১২.৮৪	১২.৮৪	১১.০১	৮৬%	৮৬%	৩১.০৬	২৫.৭৯	৮৩%

৪.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (উদকনিক)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩১৪৭.৫৮লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২২
প্রকল্প এলাকাঃরংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫ টি উপজেলা

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রকল্প এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্থ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ)দারিদ্র্য পীড়িত দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩৫ উপজেলার অতি দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

গ) স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

ঘ)স্থানীয় জনশক্তি ও স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঙ) স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান।

চ) উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবংMarket Linkageগড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শণী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব ও বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২২সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৩১৪৭.৫৮	১১৫২.০০	১১৫২.০০	৯১২.৯৪	৭৯%	৭৯%	১৪১৮৩.৯০	১২৫০৭.৪৯

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	১০	১০৪৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০,০০০	১১৩	১৩৫৩৭
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	-	১৭.২৫	১৮৯.১৩
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৮৬৪০	৮৪০	৬০৬৮১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৫৯৯.৫৭	৫৮৪.৮৯	৩৯৫১.৯০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৫৯৯.৫৭	৪৯৬.০৫	২৮৪৬.৭৫

৪.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (পিআরডিপি-৩)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৭৯৯০.৭৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৩৬৩৩.৪৭ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৪৩৫৭.৩০)
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ - জুন/২০২২
প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জনগণের চাহিদা ভিত্তিক জাতিগঠন মূলক বিভাগ সমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসাবে পরিণত করা।

গ) গ্রাম উন্নয়নের সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ওসমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ) গ্রামবাসিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) মিলনায়তন, বগুড়ায় অনুষ্ঠিত পিআরডিপি-৩ এর আঞ্চলিক কর্মশালা।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩৬৩৩.৪৭	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৭৯৬.২০	১০০%	১০০%	১৮৫৮৭.৫২	১৮২৮০.২৬

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	ভিডিসি	৫,৮৫০	৬৪৮	৬৪৯৮
২	ভিডিসিএম	৩,১৫,৮৩৫	৬৩১৮০	২৭৪৬৭৭
৩	ইউসিসি	৬৫০	০০	৬৫০
৪	ইউসিসিএম	৩৮,১৯৬	৬৫০৪	৩১৭০০
৫	ভিডিসি স্কীম	১৭,৭১৬	৩৫১৫	১৫৯৫৭
৬	প্রশিক্ষণ	৬,৪৩,৭১২	৫০৪৯০	৪২৬২৯০

বরিশাল জেলার আগৈলঝরা উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ

৪.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫০৯৪.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৮ -জুন/২০২৩
প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।
খ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান।
গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
ঘ) পল্লী জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় বাঁশ ও বেত পল্লী পরিদর্শন করেন জনাব জেসমুন নাহার, উপপ্রধান, পরিকল্পনা কমিশন। দূর্গাপুর, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা।

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় এমব্রয়ডারী পল্লীতে কর্মরত সুফলভোগীগণ, সোলাবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২২সালের অগ্রগতি (জুন ২০২২পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৫০৯৪.০০	১১৭৯.০০	১১৭৯.০০	১১৭৮.৯০	১০০%	১০০%	৪২৯৩.২৬	৪১৭২.১২

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৫৫	৪০	৪৯৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৫,৮০০	১৫৭০	১৭৩৭০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	০	১০০.০৭	৩১০.৮৩
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৫,৮০০	২০০০	১৭৩৫০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	২৫২৮.০০	৬৩৩.০৬	২৩১১.৯৬
৬	ঋণ আদায়	০	৮১৩.৬৭	১৫২৫.০৫

৪.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩৭৩০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ জেলার ২৫৬ টি উপজেলা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় অপ্রধাণ শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানী নির্ভরতা হ্রাসকরণ।

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির সুফরভোগীদের মাঝে বীজ ও চারা বিতরণ উৎসব

প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২১-২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩৭৩০.০০	৬৯৫৬.০০	৬৯৫৬.০০	৬৯৩০.৯৬	৯৯%	৯৯%	১৪২৩২.৫০	১৩৮৬১.১৮

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	জরিপ	২৭০০০০	৫১২০০	২৯৯৭১০
২	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭৮৬০	১২৮০	৭৫১৫
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	২,৭০,০০০	৩০৬৮৮	১৭৮৫৫৬
৪	সঞ্চয় জমা	২,৭০,০০০	১৭৪৫৮৬	১৭৮৫৮৬
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৯৩৮৪০	২৯০৮৪	৫০৯৩৩
৬	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	১৫৩০০০	৩৫৬৬০	৬৪২৮৫

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায় ভূট্টা চাষ প্রদর্শনী প্লট

৪.৫ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯২৮৮৮.২৯.০০ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ৪৮জেলার ২২০টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশঃ

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ এর সমন্বয়ে সমবায় সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ)বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ)সরকারে উন্নয়ননীতি ও কৌশলের আলোতে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি)	২০২১-২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৯২৮৮৮.২৯	*২৮৪৫৬.০০*	২৮৪৫৬.০০	২৭৮৭০.৯৬	৯৮%	৯৮%	২৮৪৫৬.০০	২৭৮৭০.৯৭

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২৩৩৩১	৩৩১৩	৩৩১৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭০০০০০	৫৬৭৯০	৫৬৭৯০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৫৯১৩.৭৭	৫৬৭.৮৭	৫৬৭.৮৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩০০০০	৯৫১২৭	৯৫১২৭
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	৬৬০০০.০০	৪৯৩৮.৭০	৪৯৩৮.৭০
৬	ঋণ আদায়	*০*	*০*	*০*

৪.৬ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ১৭জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

ক) মানব সম্পদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন করা;

খ) জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদেরব্যবহার নিশ্চিত করা;

গ) পল্লী এলাকার দরিদ্র মহিলাদের সংগঠন সৃষ্টি করা।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি)	২০২১-২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৩৪৬৫৫.০৭	৩৩১২.০০	৩২৬২.১১	৩২৬১.১৩	৯৯.৯৭%	৯৯.৯৭%	৩২৬২.১১	৩২৬২.১১

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৭২০	২৩৬	২৯৪৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১১৮০০০	৬৩০৬	৮১৮৩৩
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	৩২৪০.০০	৩৯৩.৮৯	২৮২৭.২২
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৪৫৪০	৮৫৫০	৫৭৯০০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	২১৮৩৫.০০	১২৭০৮.২২	৮৪১৫৬.০০
৬	ঋণ আদায়	-	১১৬৮৭.১৪	৭৩৪৭৯.০০

৪.৭ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮,৫৯৩.০৯ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ ২০ জেলার ৪৬ টি উপজেলার ২,৮৫০ টি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ,কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধমে দারিদ্র বিমোচন করা।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২০২১সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮০০৪.৭৫	১২৮৩.৯৪	১২৮৩.৯৩	১১০০.৩৮	৮৬%	৮০%	৩১০৫.৩৭	২৫৭৮.৯৮

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২৮৫০	১৪৩	২২৮২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪১২০০০	১৬৯৮৮	২৬৩৮৯২
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩৮৮৬.৮০	৮১৬.৪৯	৬৪৮৬.৬৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮৬৫২৪	২৪৬৩৮	১১১৫৫৬
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	৮৭০৬.৫০	৪৬৯.৪৪	৪৬৮৮.৪২
৬	ঋণ আদায়	০	৩৮৪.০২	৪৪৫৭.১৩

পঞ্চম অধ্যায়
চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১	**নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ**
৫.১.১	নিজস্ব কর্মসূচি
৫.১.২	মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি
৫.১.৩	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)
৫.১.৪	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি (পপ্রক)
৫.১.৫	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)
৫.১.৬	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)
৫.১.৭	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)
৫.২	**অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি**
৫.২.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি
৫.২.২	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি
৫.২.৩	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২
৫.২.৪	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প

৫.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১.১ নিজস্ব কর্মসূচি

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় ইউসিসিএ'র মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম:

১) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-২০০৪ হতে এ পর্যন্ত ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ তহবিল, ভর্তুকীর অব্যয়িত তহবিল, টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচি, এফএও, সরিষাবাড়ি উন্নয়ন প্রকল্প এবং আরএলএফ প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল ২৫৫৩৪.০৪ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬৬২২.৫১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২) ২০২১-২২ অর্থবছরে সোনালী ব্যাংক (ফসলী) দেশের ১৭টি জেলায় ৪৮১২.৬৫ লক্ষ টাকা এবং (চিংড়ী) ৩টি জেলায় ২৫৯৮.০৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৩) নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ২০.০০লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের নির্দেশনা ও নীতিমালা দেয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩২টি জেলায় নিজস্ব তহবিল হতে৪৩২৯.৮১লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৫.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

১৯৭৫ সাল হতে গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য কানাডিয়ান সিডা ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ''গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ" নামের যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা গত ২০০৪ সাল হতে বিআরডিবি'র আওতায় ''মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ" নামে প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটভূক্ত হয়।

উদ্দেশ্যঃ

ক) সংগঠন সৃষ্টি ও পুঁজি গঠন।

খ) মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ সেবার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

কার্যক্রম অগ্রগতি

(টাকার অঙ্ক লক্ষ টাকায়)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঋণ প্রাপ্ত সদস্যা (জন)	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ প্রাপ্ত সদস্যা (জন)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঋণ আদায়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ঋণ আদায়
৭,৩১৪.৮২	১,৬৯,৬০৯.০১	১৫,৫৬৫	৪,৬১,০৩৪	৮,৬৮২.৫২	১,৫৫,৭৪৬.৪৭

৫.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

প্রকল্প এলাকাঃ ২২ জেলায় ১২৩টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সমিতি/ দলে সংগঠিত করে তাদেরকে আয়বর্ধনমূলককর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদেরকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তাদানসহস্থানীয়ভাবে দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।

খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর করা।

গ) নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠির ভাগ্যন্নোয়নে এবং জীবনযাত্রার গুনগত পরিবর্তন সাধন।

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার উত্তর বেতডোবা
পদাবিক দলের সদস্য রবি চন্দ্র পাল এর দর্জির দোকান

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১৮,২৫৫	২৫	১৭৯১৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৫,৯০ ,১৫০	৫২১৮	৫৭৭৪১৩
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৬৫০০.০০	৫৮৯.৯৮	১৫৭৬৩.৬৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন) উপকারভোগী	১১,৬২,৩৯৪	-	১০৯০১৮২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৮৫৬৯০.০০	১৪৩৩৩.৭১	২৭৮০৬২.৮৪
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৬৫১২৪.৩০	১৩৯৯৭.৮৯	২৫৯৩৫৭.৬৫

৫.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

প্রকল্প এলাকাঃ ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়বর্ধন এবং দারিদ্র বিমোচন।

খ) সামাজিক উন্নয়ন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং কৃষি ও সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি।

পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার বার আউলিয়া গ্রাম পল্লী প্রগতি দলের সদস্য অজফা বেগমের চায়ের দোকান

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	১৩,৩৩০	৭৪	৯৫২৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩৮,৫০০০	৪৬৩৯	২১৬৭৬০
৩	জমা (লক্ষ টাকা)	১,৫০০.০০	১৭৬.৪৮	২৭১৭.৯৪
৪	ঋণ বিতরণ	৩৪,৬৫৩.২২	৬৪৪৫.৬০	৯৫৩৬২.০৪
৫	ঋণ আদায়	২৯২৯৮.০৯	৬৪৭৯.২৪	৮৯৮৭৫.৪৬
৬	ঋণ গ্রহীতা	৩,৮৫,০০০	১৯৪৪৯	৫৬৭৭১৯
৭	প্রশিক্ষণ (আইজিএ)	১৯,২৫০	০০	১৯,৭৫৭

৫.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলার সকল উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অভিষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ভুমিহীন) যাদের বসতবাড়ীসহ জমির পরিমান ৫০শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রম এবং যাদের নিদিষ্ট আয়ের কোন উৎস নেই তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড

পরিচালনা করে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	২৮	৪১	১৪১৪৬
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬,১২০	৬৬৯৯	৪৮৬৮৮২
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৩০২.০০	১৭৪০.০৫	২২০৪৪.১৪
৪	ঋণ বিতরণ	২৩,০০০.০০	২৬৬৮৪.৭৫	৩৫৭৫৮২.৭২
৫	ঋণ আদায়	২৬৯৮৩.৭৩	২৪৯৫৬.০৫	৩৩৯০৫৪.৬৮
৬	স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপন	১,৭২২	১২২৪	৮৯৯৮৭
৭	হস্ত চালিত নলকূপ বিতরণ	৫৮৬	৩৫২	২২৬২২

৫.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

কর্মসূচি এলাকাঃ ৪২ টি জেলার ১৯০ টি উপজেলা

কর্মসূচি'র উদ্দেশ্যঃ

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ এর সমন্বয়ে সমবায় সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ পূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) সরকারে উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের আলোতে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন।

শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা উপজেলার রায়েরকান্দি মহিলা দলের
সদস্য শাহীনা বেগমের দুগ্ধ খামার

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি(২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২২.৯২৭	২	২০,৭২৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭,৬২,৮৮৩	৩,১২৬	৭,৪৫,০২৯
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৩,২৮৪.২৬	৮০.৪০	৩,৮৮০.৭১
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৫,৮৮১.৯৯	৩৫১.৪০	৫,৮৬৫.৩৯
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৫,২২,৪৫৪	-	৪,৫৮,১৫৩
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫,৩২১.০২	১০,৩১৯.৪০	৩,২৯,৬৬১.৫৮
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	----	৯,১৭৬.৫৩	৩,০৯৯,২০৫.৩২

৫.১. ৭ সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

২ মে ২০২১ হতে- ১। সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), ২। মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রিয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস), ৩। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক), ৪। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক), ৫।দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), ৬। দুর্যোগ এলাকায় দারিদ্র বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন কর্মসূচি (দুএদাবি) ও ৭। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (ব্যানপিএইচসি) একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) নামে কার্যক্রম শুরু করা হয়।

উদ্দেশ্য: গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের সংগঠনের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি, নিরবিচ্ছিন্ন জামানত বিহীন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দামোদর সাহাপাড়া মহিলা সমিতির সদস্য সালমা খাতুনের বুটিক, বুটিক ও হাতের কাজের কাপরের দোকান

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি(২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিতঅগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	৫৩	২৫৮৭৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩৬২৭	৩৯৭৪২৩
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৬৭৯.৪৫	৬৬৮৪.৬২
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	১৯৩৬২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১২৮৬৯.১৭	২১২৩১৭.৫০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩১৪৪.৪৭	১৮৭১৩৯.১৯

৫.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

৫.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসুচি

১) প্রকল্প এলাকা : পার্বত্য অঞ্চলের ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা

২) প্রকল্প বরাদ্দ : ৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৩) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪) উদ্দেশ্য : পাবর্ত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা, প্রদান আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন৭.১৯

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি(২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিতঅগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	০০	৭১০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০৬	১০৮৪৪
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	২৬.৫৮	২২০.৮৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	১৯৩৬২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৫৭.১৯	৬৮৮৭.৪৭
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৩৯.৪৭	৬২৯৯.৩৭

৫.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

১) প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার সকল উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০৩১

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি(২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিতঅগ্রগতি
১	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	৩৫৪৮০
২	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৫৪৮০
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৮০০.০২	১১৪২৭.৩৩
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৮৪৯.০৬	৮৪৭৩.১১

৫.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

১) প্রকল্প এলাকা : ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : ভূমিহীন ও গৃহহীনদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিতঅগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	০০	৫৫২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	১৫৭৩১
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	০০	১২৮.৩৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০০	১৫৭৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৬২.১০	৪৮০৫.৩০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩০৩.৩২	৩৯৮৮.৪৬

৫.২.৪ গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প

১) প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ১৭৮টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ২৫৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্দেশ্য : দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পূনর্বাসিত সদস্যদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি(২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিতঅগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	৪৯	৮৮৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৫৪৭	২৮৫১৭
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	১৮.৬৪	১৮০.৩১
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪০৫.৩৯	৩৮৬৬.২১
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৯৭.১২	২৮৮৮.১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা/ দল কর্তৃকবিভিন্ন সময়ে বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক কার্মকান্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল/মতামত নিম্নরপ:

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস গবেষণাকাল: ২০১০	(১)বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্রের হার ১১%, যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩ শতাংশ। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: পউসবি মূল্যায়ন দল। মূল্যায়নকাল: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে। নিজস্ব পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়)গঠনে সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১৮	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নেরলক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মান ভাল হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫জন সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগিপালন, গবাদিপশুপালন, হস্তশিল্প, মৎস্য ও কাঁকড়া চাষ, শাক-সবজি চাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ববিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জিকরণের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ২১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২,৮৮১ টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভূক্ত করা হয়েছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভা (ইউসিসিএম) এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশ উন্নতি হচ্ছে। (৫) উন্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারিত্ব, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোত ধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

সপ্তম অধ্যায়
বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ

৭.১ সদরদপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামোর বিবরণ	জমির পরিমাণ
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা	৭ তলা ভবন	০.৩ একর
২	পল্লীকানন, উত্তরা মডেল টাউন	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮ টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন	খালি জমি	৭.৬৩ একর

৭.২ জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	জমির পরিমাণ	অকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোয়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	এক তলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৫ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩.১৬৮ একর	এক তলা ভবন-১টি দুই তলা ভবন-২টি	স্টাফ কোয়ার্টার-১টি	-
৪	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০.৮৭ একর	তিন তলা ভবন-১টি	স্টাফ কোয়ার্টার-৩টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যান্টিন-১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিন তলা ভবন-১টি	দুইতলা ভবন-২টি	দুইতলা বাংলো-১টি
৮	বিআরডিটিআই,সিলেট	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন-২টি হোস্টেল ভবন-৪টি	**আবাসিক ভবন-৬টি**	অডিটরিয়াম-১টি ক্যাফেটেরিয়া-১টি ও মসজিদ-১টি

৭.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	সম্পদের ধরণ	সম্পদের বিবরণ	
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামোর ধরন
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর	–
২	অফিস ভবন	৩৮৮টি	এক তলা ভবন ২৯৬টি দুই তলা ভবন ৯১টি ও তিন তলা ভবন ১টি।
৩	ইউটিইউ	**২৩টি**	দুই তলা ভবন
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দুই তলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)
৫	গুদাম	১৬৮টি	–
৬	ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি	–
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	৩৯টি দোকান

অষ্টম অধ্যায়

সফলতার গল্প

৮.১ মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সফলতার গল্পগাঁথা

মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা মোঃ সামেজ উদ্দিন, মাতাঃ রাহাতুন খাতুন, গ্রামঃ চর হিজলাইন, উপজেলাঃ মানিকগঞ্জ সদর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ। জীবন যুদ্ধে একজন সফল ব্যক্তির নাম। পিতা-মাতা স্ত্রীও ছেলে-মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসার ছিল তার। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের সংস্থান হতো না কোনও কোনও দিন। এমন দূর্দিনে বিআরডিবি'র কর্মকর্তাদের পরামর্শে তারমতই ২০ জন সদস্য একত্রিত করে গড়ে তোলেন চর হিজলাইন পল্লী প্রগতি পুরুষ দল নামে একটি সংগঠন, যার স্বীকৃতি নং-১৮, তারিখ-১২/০৬/২০০৬ খ্রিঃ। বিআরডিবিহতেপ্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রথম দফায় তিনি ৭,০০০/-(সাত হাজার) টাকা ঋণগ্রহণ করেন। এই ঋণের টাকাসহ নিজের জমানো কিছু অর্থ একত্রিত করে অন্যের জমি চাষ করা শুরু করেন। বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও কৃষি বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে সবজি চাষ শুরু করেন। শসা, করলা, ফুলকপি, বাধাকপি, ঝিঙ্গা, পটল ইত্যাদি চাষ হতো জমিতে। সবজি চাষ থেকে লাভবান হয়ে তিনি একসময় সিদ্ধান্ত নেন তিনি একটি গবাদি পশুর খামার করার।

গবাদি পশুর খামার করার ক্ষেত্রেও বিআরডিবি'কে পাশে পান তিনি। খামার করার উদ্দেশ্যে তিনি বিআরডিবি হতে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং নিজের জমানো পুঁজি দ্বারা শুরু করেন গরুর খামার। তার খামারে বর্তমানে বড় জাতের ১০টি গরু, ৭টি ছাগল আছে।তার স্ত্রীও অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান। তিনি নিজ বাড়ীর উঠানে হাঁস-মুরগী পালন করে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে তার স্বামীর খামারে অর্থের যোগান দেন। তিনি ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মেয়েকে এইচএসসি পাস করিয়ে বিবাহ দিয়েছেন। মাঠে তিনি ৫ বিঘা কৃষি জমি ক্রয় করেছেন, পাশাপাশি বাড়িতে পাকা ঘর করেছেন। বর্তমানে তার অর্জিত সম্পদের আর্থিক মূল্য প্রায় ২৫.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও তিনি সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বাল্য বিবাহ রোধ, মাদক ও যৌতুক বিরোধী কর্মকান্ডেও তার ভূমিকা রয়েছে। এলাকায় সফল ব্যক্তি হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তিনি বর্তমানে একজন সুখি মানুষ। এই উন্নতির জন্য তিনি বিআরডিবি'র নিকট কৃতজ্ঞ।

৮.২ গীতা রাণীর সফলতার গল্প

আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা। সাত জন সদস্যের সংসার নিয়ে কোন রকমে চলছিল গীতা রাণী ও তাঁর স্বামী কাজল পাটিকরের জীবন। স্বামী স্ত্রী দু'জন মিলে দৈনিক মজুরীর বিনিময়ে পাটি বোনার কাজ করে কোন রকমে সংসার চালাতেন। অভাবের সংসারে বাবা-মার কাজে সহায়তা করতে যেয়ে বড় ছেলের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। এরকম দুঃসময়ে গীতা রাণীর পরিচয় হয়বিআরডিবি'রউৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)'র মাঠসংগঠক মোঃ মিজানুর রহমানের সঙ্গে। গীতা রাণীর বাড়ির অনতি দূরে মুসলিম পাড়ায় আগে থেকেই পিইপি'র একটি দল ছিল। অনেকদিন ধরে গীতা রাণী তাদের কার্যক্রম দেখে আসছিল। মনে মনে ভাবতো কিছু পুঁজি পেলে পরের কাজ না করে নিজেই তো ব্যবসা শুরু করা যেত। ঠিক এরকম এক সময় মিজানুর রহমানের দল করার পরামর্শ গীতা রাণী লুফে নেন। মিজানুর রহমানের পরামর্শে গীতারাণী হিন্দু পাড়ায় একটি নতুন দল গঠন করেন। সেটি ২৩ মার্চ ২০০১ সালের কথা। দলের নাম রাখা হয় উত্তর চাকধ পাটিকর পাড়া মহিলা বিত্তহীন দল। গীতারাণী দলের সভানেত্রী হন। সেই থেকে পিইপি'র সাথে পথ চলা গীতা রাণীর। তার নেতৃত্বে দলটি আজও স্বার্থকভাবেপরিচালিত হচ্ছে। ৫ দিন মেয়াদী সচেতনতা বৃদ্ধি ও দলীয়গতিশীলতা প্রশিক্ষণ শেষে প্রথম বারে ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন কুটির শিল্প (শীতল পাটি বুনন ও বিক্রয়) কর্মকান্ডের উপর। ঋণের টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে পাটি তৈরীর কাঁচামাল কিনে দিতে বলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে তৈরী করতে থাকেন স্বপ্নের শীতল পাটি। স্বামী আর বড় ছেলে মিলে বিভিন্ন হাট ও গ্রাম ঘুরে ঘুরে পাটি বিক্রি করেন। দিন শেষে ঘরে ফিরে টাকা তুলে দেন স্ত্রী গীতা রাণীর হাতে। লাভের টাকা দিয়ে কিস্তি পরিশোধ করেন। দ্বিতীয় বারে ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা ঋণ নেন এবং সফলভাবে তা পরিশোধ করেন। এভাবে ১৬ বারে পিইপি থেকে ৪,২৭,০০০/- (চার লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ করেন।

ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার বাধা কেটে যায়। দুটি মেয়েকে আইএ পাশ করানোর পর বিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে সবার ছোট মেয়ে কলেজে পড়ছে। দুই ছেলেকে দুইটি দোকান করে দিয়েছেন। বর্তমানে গীতারাণীর নিজস্ব সঞ্চয় ২১,৯৬৭/- (একুশ হাজার নয়শত সাতষট্টি) টাকা জমা হয়েছে। করোনার অতিমারীর কারণে দুই বছর তার ব্যবসার বেশ ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী'র প্রনোদোনা তহবিল থেকে তাকে দুই বছর মেয়াদী মাত্র ৪% লাভে ২.০০ (দুই লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে গীতা রাণীর ব্যবসা আবারও আগের মতো ঘুরে দাড়াবে। গীতা রাণী তার এই সফলতার জন্য পিইপি তথা বিআরডিবি'র নিকট কৃতজ্ঞ।

৮.৩ সাথী বেগমের দরিদ্রতা জয়ের কাহিনী

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় শাহবন্দেগী ইউনিয়নের ধর্মকাম গ্রামে দুই সন্তানসহ বসবাস করেন হত দরিদ্র মোছাঃ সাথী বেগম। তার স্বামী একজন ভ্যান চালক। তার চার জনের সংসারে সবসময় অভাব অনটন লেগেই থাকতো। অভাবের হাত থেকে নিজের বসত-ভিটা বন্ধক দিয়ে সর্বশান্ত হতে চলেছিল এই পরিবারটি। ঠিক এমনই এক সংকটময় মূহুর্তে সাথী বেগম ২০০৫ সালে বিআরডিবি'র আওতাধীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি'র ধর্মকাম পূর্ব মহিলা সমবায় সমিতিতে ভর্তি হন। বর্তমানে তার গৃহিত ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- (পয়ঁত্রিশ হাজার) টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ১১,০০০/- (এগারো হাজার) টাকা। বিআরডিবি হতে ঋণ নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন ছনের তৈরী দৃষ্টি নন্দন বিভিন্ন প্রকারের ঝুড়ি তৈরীর কারখানা। বর্তমানে তার কারখানার উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় একটি সংস্থার মাধ্যমেদেশের গন্ডি পেরিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

বর্তমানে তার ঝুড়ি তৈরীর কারখানায় গ্রামের ২০(বিশ) জন হত-দরিদ্র মহিলা কাজ করে তাদের সংসার পরিচালনা করছেন। এখন তার সকল খরচ বাদে মাসিক আয় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা থাকে। মোছাঃ সাথী বেগম জানান আগে ঠিকমত পরিবার নিয়ে তিন বেলা খেতে পারত না, আর এখন দুই ছেলেকে স্কুলে পাঠায় এবং সুখে-শান্তিতেই দিন-যাপন করছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় মোছাঃ সাথী বেগম অত্যন্ত সচেতন। তিনি এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য তার কারখানার শ্রমিকসহ প্রতিবেশীদের মাঝে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন। সাথী বেগমের পরিবারটি এখন গ্রামের অনেকের কাছেই এক অনুকরনীয় মডেল। তিনি জানান বিআরডিবি'র সহযোগিতা আর নিজের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমের উপর ভিত্তি করে আমি যে দিন বদলের স্বপ্ন দেখেছিলাম তা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। বিআরডিবি মহাজনের চড়া সুদের কবল থেকে বাচিয়ে আমার স্বামীর বসত-ভিটা রক্ষাসহ আমার পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে এবং এখন আমি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য আমি বিআরডিবি'কে ধন্যবাদ জানাই।

৮.৪ বিত্তহীন পারুল বেগম এখন স্বাবলম্বী পারুল বেগম

নিজের কর্মতৎপরতা ও কঠোর পরিশ্রম করে নিজের ভাগ্যকে নিজেই স্বাবলম্বী করার একজন যোদ্ধা নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার ১ নং বাউসী ইউনিয়নের ভেটুয়কান্দা গ্রামের হতদরিদ্র পারুল বেগম। দারিদ্রের কারণে লেখাপড়াও তেমন করতে পারেননি। মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পযর্ন্ত পড়ালেখা করার পর কম বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় দরিদ্র বর্গাচাষী সাজু মিয়ার সাথে। বর্তমানে সে তিনি পাঁচ সন্তানের জননী। স্বামীর সংসারে কোন মতে দিন-যাপন করছিলেন পারুল বেগম। পাঁচটি সন্তান নিয়ে তার স্বামী সংসার ভালো ভাবে চালাতে পারছিলেন না। তখন তিনি নিজের পায়ে দাড়ানোর জন্য এবং ছেলেমেয়েকে লালন-পালনের জন্য আত্ম-কর্সংস্থানের পথ খুঁজতে থাকেন। একদিন পারুল বেগমের সাথে দেখা হয় বিআরডিবি'র সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর মাঠ সহকারীর সাথে। প্রকল্পের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি ২০০৪ সালে ভেটুয়াকান্দা বিত্তহীন মহিলা দলের সদস্য হন ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। প্রথম পর্যায়ে মাত্র ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে তিনি নিজস্ব টাকা সমন্বয়ে ১ টি গাভী ক্রয় করেন। নিজের অভিজ্ঞতা এবং প্রকল্প থেকে গৃহিত প্রশিক্ষণ গাভী পালনে কাজে লাগান।

গাভীর দুধ বিক্রি করে সংসারের কিছু কিছু খরচ মেটানো ও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। পরবর্তীতে আবার তিনি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন ও নিজস্ব সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে সর্বমোট ২৯,০০০/- (উনত্রিশ হাজার) টাকা দিয়ে তিনি আরও একটি গাভী ক্রয় করেন এবং এর পাশাপাশি বাঁশ-বেতের কাজ শুরু করেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গরু থেকে উৎপাদিত দুধ বিক্রি করে এবং বাঁশ-বেতের কাজ করে তিনি দ্বিগুন মুনাফা পেতে শুরু করেন। উক্ত মুনাফা হতে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় বসত-বাড়ীর জায়গা ক্রয়সহ টিনের ঘর তৈরী করেন। পরবর্তীতে তিনি ৫ম দফায় ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহন করে গৃহিত ঋণ পরিশোধ করেন। বর্তমানে তার ৩ টি গাভী ও ২টি ষাড়-গরুসহ মোট ৫টি গরু আছে, যা থেকে পারিবারের আমিষের চাহিদা পূরণ করেও বছরে প্রায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আয় করেন। অপরদিকে বাঁশ-বেতের কাজ থেকে বছরে আরও প্রায় ৫০,০০০/- টাকা আয় করেন। যার মাধ্যমে তার সংসারে দারিদ্রের অন্ধকার দূর হয়েছে। তার এই কর্মকান্ডে তার সমিতির অন্যান্য সদস্যরাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং তারাও তার মত উদ্যোগ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হচ্ছেন। তার কঠোর পরিশ্রম আর বিআরডিবি'র সহযোগিতাই তাকে দারিদ্রের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করেছে।

নবম অধ্যায়

চিত্রে বিআরডিবি

বিআরডিবি'র সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়

ভাষা আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ২৬মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মহাপরিচালক মহোদয়

পল্লী ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্ণার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন

টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলায় বাসাইল রোড হতে হাজীপাড়া পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং কাজের উদ্বোধন করেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

সুফলভোগীদের নিয়ে ওয়ার্ড সভা সদর উপজেলা কুষ্টিয়া

ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

উন্নত জাতের গরু পালন ও গরুর খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাস্তবায়নে বিআরডিবি, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ

টাঙ্গাইল জেলা পল্লীভবন পুনঃনির্মাণ উদ্বোধন করেন মহাপরিচালক মহোদয়

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার সুফলভোগীদের গৃহপালিত পশুর টিকাদান কর্মসূচি

সুফলভোগীদের মাঝে উন্নত জাতের মাল্টা ও লেবুর চারা বিতরণ, পূর্বধলা, নেত্রকোণা

এসএমই ঋণবিতরণে উপস্থিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয় রংপুর সদর, রংপুর

ইউনিয়ন সমন্বয় সভা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল সভা

কোভিড ১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা ঋণের চেক প্রদান করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বিআরডিবি'র মাধ্যমে এতিমদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য ও বিআরডিবি'র মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু